দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03.MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে শনিবার গভীর রাতে প্রায় দুই ঘন্টা বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। ছাত্রদলের দুই বিবদমান সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে প্রায় একশ' রাউন্ড গুলি ও বোমা বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। একদিকে জিয়া হল অন্যদিকে জসীমউদ্‌দীন হল এবং বঙ্গবন্ধু হলের সশস্ত্র ক্যাডারদের এই বন্দুকযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে গভীর রাতে জিয়া হলের সামনে একটি লাল রঙের মাইক্রোবাস আসাকে কেন্দ্র করে। জিয়া হলের ক্যাডারদের অভিযোগ থেকে জানা যায় ছাত্রদলের সাবেক এক ছাত্রনেতা যিনি বর্তমানে বিএনপি করেন তিনি লাল মাইক্রোবাসে অবস্থান করছিলেন সশস্ত্র ক্যাডারদের সঙ্গে। তিনি অতীতের মতো এখনো ছাত্রদলের ক্যাডার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এবং জসীমউদ্‌দীন হলের মতো জিয়া হলও তার সশস্ত্র ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার লক্ষ্যে শনিবার রাতে অভিযান চালানো হয়েছে বলে ছাত্রদলের এক গ্রুপ অভিযোগ করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রমাণ করছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস দূর করার সকল প্রচেষ্টাই ভেস্তে গেছে। গণতন্ত্রপ্রেমী রাজনৈতিকদলের ছাত্র সংগঠনের নেতারা যখন অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। বিষয়টি হলো গণতন্ত্রের কথা মুখে বলা হলেও আসলে রাজনৈতিক দলগুলো পরিকল্পিতভাবেই সশস্ত্র ক্যাডারদের প্রতিপালন করছে। ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করা বা বিতাড়নে সহযোগিতা করার ব্যাপারে তাদের কোন সদিচ্ছাই নেই। ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্যে দেশবাসীর যে আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক দলের তৎপরতার সঙ্গে তার কোন মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অথচ সকল মহল থেকে বিরামহীনভাবে দাবি করা হচ্ছে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা হোক। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে অনুরোধ রাখছেন।

অস্ত্রবাজির হাত থেকে ছাত্ররাজনীতিকে মুক্ত করা কোন রাজনৈতিক দল বা দলের একার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব নয়। এর জন্যে ক্ষমতাসীন দলের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা। এই দু'টি উপাদানের একটির অভাব হলেও ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করা যাবে না। সরকার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হবে।

ছাত্রদলের ক্যাডারদের বন্দুকযুদ্ধ নতুন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে রণাঙ্গনে পরিণত করবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্বহীনতাই আবার প্রমাণিত হলো। যখন যে দল বিরোধীদলে থাকে তখন সেই দল ক্ষমতাসীন সরকারকে দায়ী করে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্ম চালাবার জন্যে। বিএনপি সমর্থিত এবং ছাত্রদল পরিচালিত সন্ত্রাসের ঘটনায় ক্ষমতাসীন সরকারকে এককভাবে দোষারোপ করার প্রবণতা আর ধোপে টিকবে না। বরং এটা প্রমাণিত হলো যে বিরোধীদলে থাকলেও বিএনপি এবং তার ছাত্র ক্যাডারদের হাতে বেআইনি অস্ত্রের কোন কমতি নেই সেটা বলাই বাহুল্য। ছাত্রদলের ক্যাডারদের হাতে অস্ত্র রেখে আর যাই হোক অন্য ছাত্র সংগঠনের ক্যাডারদের নিরস্ত্র করা যাবে না এবং ক্যাম্পাসকেও সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না। এর জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা। ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধ কিন্তু তা প্রমাণ করে না। সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস কি আকাঙ্ক্ষা হিসেবেই থাকবে!